বিচারপতি আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী

হাদীসের প্রামাণ্যতা

(*হুজ্জিয়তে হাদীস*-এর বঙ্গানুবাদ)

অনুবাদ
মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী
আরবী ভাষা ও সাহিত্য, দারুল উলূম দেওবন্দ
ইফতা, এরাবিক কলেজ, সায়লাম, চেন্নাই

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

অনুবাদকের আরজ

হাকীমুল ইসলাম হযরত মাও. কারী তৈয়্যব সাহেব রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা দু'টি কুরআন নাজিল করেছেন। একটি লিখিত ও জড়, আরেকটি অলিখিত ও জীবন্ত। লিখিত কুরআন তো আমাদের সামনেই রয়েছে। আর অলিখিত কুরআন হচ্ছে—মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্তা।

এ পৃথিবীতে মহান আল্লাহ তাআলা অগণিত নবী প্রেরণ করেছেন। আবার অনেক আসমানী গ্রন্থও অবতীর্ণ করেছেন। এমন অনেক নবী আছেন; যাকে কিতাববিহীন প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু একটি কিতাবও এমন নেই—যা নবী ছাড়া একাকী নাযিল হয়েছে। এর স্পষ্ট মর্ম, প্রত্যেক নবী-ই নিজের উপর নাযিলকৃত কিতাবের ব্যাখ্যা প্রদানকারী। যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে অবতীর্ণ কিতাবের মর্ম ও গূঢ় রহস্য ভেদ করা অসম্ভব।

সে সূত্র ধরে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ হয়। কুরআনের অসংখ্য-অগণিত আয়াতের অর্থ ও মতলব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাখ্যা তথা হাদীসের ওপর নির্ভরশীল। তাই হাদীস বা সুন্নতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানহীন কিছু মানুষ হাদীসের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস ও দুর্বল করার নিমিত্তে এর ওপর বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে এসব প্রশ্নের দাঁতভাঙ্গা উত্তর দেওয়া হয়েছে। তৎসঙ্গে হাদীস ও ইলমে হাদীস সংক্রান্ত জরুরী ও দরকারি আলোচনাও স্থান পেয়েছে। মূল গ্রন্থকারকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। আল্লামা তাকী উসমানী শুধু একটি নাম নয়; বরং একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, বিশাল লাইব্রেরি, ইলমের অতল দরিয়া ও ভবিষ্যতের ইতিহাস। সাধারণ মানুষ এবং ইলমে হাদীসের ছাত্র-শিক্ষক সকলের জন্য বইটি সমভাবে উপকৃত হবে বলে মনে করি। কেননা, মূল বই যা *দ্য অথারিটি অব সুন্নাহ* এবং এর উর্দু অনুবাদ *হুজ্জিয়তে হাদীস* পাঠকমহলে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি, এ বঙ্গানুবাদকেও মূল বইয়ের মতো কবুল করে নাও এবং পাঠকপ্রিয়তা দান করো।

–মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন কাসেমী

সূচিপত্র

অধ্যায় : ১

সুন্নত : ইসলামী বিধানের দ্বিতীয় উৎস—১৯
সুন্নতের সংজ্ঞা—২০
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা—২০
রাসূলের আনুগত্য—২৪
রাসূলের অনুসরণ—৩২

অধ্যায় : ২

ওহী দু'প্রকার—৩৭
দ্বিতীয় প্রকার ওহীর প্রামাণ্যতা কুরআন থেকে—৩৮
পয়গম্বরের আনুগত্য ও বিচারকের আনুগত্যের মাঝে পার্থক্য—৫৫

অধ্যায় : ৩

রিসালাতের প্রামাণ্যতা এবং তার প্রশস্ততার প্রান্তর—৬০
আইনপ্রণেতা হিসেবে পয়গম্বরের স্বাধীনতা—৬০
মুফাসসিরে কুরআন হিসেবে পয়গম্বরের স্বাধীনতা—৬৮
পয়গম্বরীয় তাফসীরের কয়েকটি উদাহরণ—৭০
কুরআনে কারীম কি ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী?—৭৫
আহকামে রিসালাত এবং সময়ের নির্দিষ্টতা—৭৭
দুনিয়াবী বিষয়ে পয়গম্বরের এখতিয়ার—৮৪
খেজুর গাছে তাবিরের (পরাগায়ন) ঘটনা—৮৭

অধ্যায় : ৪

সুন্নতের প্রামাণ্যতা : ইতিহাসের দৃষ্টিতে—৯১
হাদীস সংরক্ষণ—৯৪
হাদীস তিন প্রকার—৯৫
প্রথম দু'প্রকারের গ্রহণযোগ্যতা—৯৭
হাদীস সংরক্ষণের বিভিন্ন পন্থা—৯৯

অধ্যায় : ৫

হাদীস সঙ্কলনের ইতিহাস
রিসালাত যুগে হাদীস সঙ্কলন—১১৬
প্রিয় নবীর নির্দেশে সংরক্ষিত হাদীসসমূহ—১১৭
সহীফা হযরত আমর ইবনে হিযাম—১১৮
অন্যান্য গভর্নরদের প্রতি লিখিত নির্দেশ—১১৮
বিভিন্ন প্রতিনিধিকে লিখিত নির্দেশ—১১৯
সাহাবায়ে কেরাম এবং হাদীস সঙ্কলন—১২২
হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর পাণ্ডুলিপি—১২২
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর পাণ্ডুলিপি—১২৩
হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. এর পাণ্ডুলিপি—১২৩
হযরত আলী রা. এর পাণ্ডুলিপি—১২৪
হযরত জাবের রা.-এর পাণ্ডুলিপি—১২৫
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর পাণ্ডুলিপি—১২৬
তাবেয়ীদের যুগে হাদীস সঙ্কলন—১২৭
১ম হিজরী শতকে হাদীস সঙ্কলন—১৩০
দ্বিতীয় হিজরী শতকে লিখিত হাদীসের কিতাব—১৩১
সে যুগের নিম্নোক্ত কিতাবগুলো এখনো
মুদ্রিত আকারে সংগ্রহযোগ্য—১৩২

অধ্যায় : ৬

হাদীসের জারাহ ও তাদীল (جرح و تعديل)

শুদ্ধ-অশুদ্ধ পরখ—১৩৪

ক. রাবী তথা বর্ণনাকারীদের তথ্যানুসন্ধান
ও বিচার-বিশ্লেষণ—১৩৬

খ. সনদের ধারাবাহিকতা—১৩৯

গ. অন্য রেওয়ায়াতের সাথে তুলনা ও মোকাবেলা করা—১৪১

ঘ. হাদীসের সামষ্টিক বিশ্লেষণ—১৪২

উপসংহার—১৪২

অধ্যায় : ২

ওহী দু'প্রকার

উপর্যুক্ত বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাযিলকৃত ওহী ভিন্ন দুই প্রকারে বিভক্ত।

ওহীর প্রথম প্রকার ওহী মাতলু

'ওহী মাতলু' ওহীর ঐ প্রকার যা কুরআনে কারীমের আকৃতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলামী পরিভাষায় তাকে وحي متلو (তেলাওয়াতকৃত ওহী) বলে। অর্থাৎ ঐ ওহী যা নামাযে তেলাওয়াত করা হয়। ওহীর এ প্রকার শুধু কুরআনে কারীমের আয়াত সংবলিত। এবং তা কুরআনে কারীমে অক্ষরে অক্ষরে লিখিত রয়েছে।

ওহীর দ্বিতীয় প্রকার– وحي غير متلو (ওহী গায়রে মাতলু)

'ওহী গায়রে মাতলু' ওহীর ঐ প্রকার যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর সময়ে সময়ে দৈনন্দিন বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি নির্ধারণে নাযিল হয়েছে। এ প্রকার ওহীর মাধ্যমে কুরআনে বিধৃত মূলনীতির ব্যাখ্যা এবং বিশুদ্ধ বিশ্লেষণ করা হয়। ওহীর এ প্রকারকে 'ওহী গায়রে মাতলু' (তেলাওয়াত করা হয় না এমন ওহী) বলে। ওহীর এ প্রকার মানুষের কাছে শব্দে শব্দে পৌঁছানো হয়নি; বরং এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপদেশমালা ও কাজকর্মের রূপে প্রকাশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার ওহীর প্রামাণ্যতা কুরআন থেকে

যদিও ওহীর এ প্রকার কুরআনে কারীমের অন্তর্ভুক্ত না, তবুও কুরআনে কারীম শুধু এর উদ্ধৃতিই দেয় না; বরং এর বিষয়বস্তুর সংশ্লিষ্টতাও আল্লাহর দিকেই করে। নিম্নের কতিপয় আয়াতের উদ্ধৃতি দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আল্লাহর ওহী কেবল কুরআন দ্বারাই পরিসমাপ্তি ঘটে না—বরং ওহীর ভিন্ন আরেকটি প্রকার রয়েছে; কুরআনের অংশ না হয়েও তা আল্লাহর ওহী। যেমন : ১.

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ

আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কেবলা করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রাসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। (বাকারা : ১৪৩)

এই আয়াত বোঝার জন্য এর প্রেক্ষাপট ও শানে নুযুল বোঝা জরুরি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরতের পর মাদানী জীবনের সূচনালগ্নের কথা। মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ ছিল তারা যেন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রুখ করে নামায পড়ে। অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেবলা নির্ধারণ করা হয়। সতেরো মাস পর কুরআনে কারীম পূর্বের এ বিধানকে রহিত করে দেয়। এবং মুসলমানদের হুকুম দেওয়া হয়—তারা যেন মসজিদে হারামকে নিজেদের কেবলা বানায় এবং ঐদিকে ফিরে নামায পড়ে। নতুন এ কেবলা নির্ধারণে নিম্নোক্তে আয়াত নাযিল হয়।

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

এখন আপনি মুসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন। (বাকারা : ১৪৪)

নতুন এ বিধানের প্রতি কতিপয় মুনাফেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল, তাহলে ইতোপূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেবলা নির্ধারণে কী হেকমত ছিল?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য উপরের ১৪৩ নং আয়াত নাযিল হয়। যার মধ্যে এ উত্তর দেওয়া হয়েছে, বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেবলা